আমার দেশ
সোমবার ২৮ জুলাই ২০০৮, ১৩ শ্রাবণ ১৪১৫

এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি : পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব

ড. এম আজিজুর রহমান

হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর এ চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত দেশ এশিয়ান টাইগার হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় পশ্চিমা উন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের প্রায় সমান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এদের মাথাপিছু আয় বছরে প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। অল্প সময়ে এদেশগুলো মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলেছে এবং চাকরি ও কর্মসংস্থানে উৎপাদনশীলতার স্বাক্ষরসহ শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশও এর শিক্ষাখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের উপযুক্ত করে এবং সম্ভাবনাময় রফতানিখাতগুলোকে আরও সম্প্রসারিত করে পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে দ্রুত আবির্ভূত হওয়ার জন্য অবারিত সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন বেসরকারি শিক্ষাখাতকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা।

এশিয়ান টাইগার হিসেবে খ্যাত হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা খুবই কম। এরা সবাই মঙ্গোলিয়ান জাতিভুক্ত হলেও প্রত্যেকেই রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী; অর্থাৎ এসব দেশের ভেতর কারও সঙ্গে কারও তেমন মিল নেই। তবে মঙ্গোলিয়ানরা পরিশ্রমী জাতি হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত; তাদের প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই। আছে শুধু দক্ষ মানবসম্পদ, যা তারা সৃষ্টি করেছে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ৩০ থেকে ৪০ বছরে এসব দেশের উন্নতির প্রায় শীর্ষ পর্যায়ে যাওয়ার লুক্কায়িত মূলমন্ত্র হিসেবে যা আবিষ্কার করা যায় তাহলো মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কঠোর পরিশ্রম। অর্থাৎ তারা মানবসম্পদ উন্নয়ন করে দেশে কাজে লাগিয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জনশক্তি প্রতিযোগিতামূলক দামে বিশ্ব বাজারে রফতানি করছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমা উন্নত দেশের উন্নত মানের নীতিকাঠামো গঠন করে তারা নিজ দেশে প্রয়োগ করেছে। এই নীতি কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি, ব্যক্তিমালিকানা ও স্বাধীনতা এবং স্বার্থপরতা নামক মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ইতিবাচক প্রয়োগ এবং কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি। সেই সঙ্গে উন্নয়নসহায়ক পরিবেশ হিসেবে তারা আরও যা সৃষ্টি করতে পেরেছে তাহলো উদারনীতি ও গঠনমূলক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা এবং সফলকামী বা ফলপ্রসূ সুকঠিন বিচারব্যবস্থা। ফলে তারা আয়, উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন করে নিজেদের অবস্থান সমুন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। এ আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় উল্লিখিত চারটি দেশ উন্নয়নের যথেষ্ট পরিবেশ পেয়েছে, নিজেরা স্বপ্রণোদিত হয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং উভয় উপাদানকে তারা ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগিয়েছে। উল্লিখিত চারটি দেশের কর্মকাণ্ডের আলোকে বলা যায় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন দুর্নীতি দূর করা, মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ, দল তথা সরকারকে সহযোগিতা প্রদান, বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করে এ খাতে শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এগুলো পরিচালনা করার জন্য উদার ও উৎপাদনশীল নীতি গ্রহণ করা, ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সমগ্র সমাজে একটি কর্পোরেট কালচারের পরিবেশ তৈরি করা।

ওপরে উল্লিখিত এশিয়ান টাইগারগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা নিবিড়ভাবে যাচাই করলে দেখা যায় বাংলাদেশ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলে অচিরেই পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করতে পারে। দক্ষিণ এশীয় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী হিসেবে স্বীকৃত। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সফলতা অর্জনের দিক থেকে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কয়েকবারই শীর্ষ স্থান দখল করেছে। পোশাক শিল্পে উৎপাদন, রফতানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিগত প্রায় তিন দশক যাবৎ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম স্থান দখল করে আসছে। পোশাক শিল্পে আমাদের উৎপাদন ও গুণগত মান অর্থাৎ ফিনিশিং এবং সময়মতো শিপমেন্ট ইত্যাদি বিদেশি ক্রেতাদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ওভেন ও নিটওয়্যার পোশাক সামগ্রীর গুণগতমান ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারমূল্য বিদেশি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন পরিস্থিতি, অস্থিতিশীল বাজারমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও দিন দিন আমরা আরও বেশি পোশাক প্রস্তুতির অর্ডার পাচ্ছি। এ অবস্থায় আমাদের মনে আশাবাদ দৃঢ় হচ্ছে যে আগামী দেড় দশকে চীন যখন ভারী শিল্প সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করবে তখন পোশাক শিল্প বাজারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে। সে মুহূর্তেই হয়তো পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটবে। হিমায়িত খাদ্য বিশেষ করে চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করে বিশ্ব বাজারে বিপুল পরিমাণ রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিস্ময়টি মিরাকল বা দৈবিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পোশাক শিল্প ও মৎস্য শিল্পের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষতা, উন্নতমানের উৎপাদন ও সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, নিয়মনীতির মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং স্বার্থপরতার ইতিবাচক দিকটা কাজে লাগিয়ে উল্লিখিত এশিয়ান টাইগার মঙ্গোলিয়ার ভাইদের মতো কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরিবেশ তৈরি করা।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রফতানি খাতগুলোর মধ্যে হিমায়িত খাদ্য, পোশাক শিল্প, পাট ও চামড়াজাত শিল্প অন্যতম। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ওভেন নিটওয়্যারসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক শিল্পজাত পণ্য রফতানি করে আমরা ৬,৪১৭ মার্কিন মিলিয়ন বা ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। যা পরবর্তী অর্থবছরে শতকরা ১৩ ভাগ বাড়িয়ে ৭,৯০১ মার্কিন মিলিয়ন বা ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, মাত্র এক থেকে দেড় বছর আগে ধারণা করা হয়েছিল যে, এ খাত থেকে সহসা রফতানি আয় ১০ হাজার মিলিয়ন বা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৩,৫৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ওভেন পোশাক রফতানি হয়, যা পরবর্তী অর্থবছরে শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,০৮৪ মিলিয়ন বা ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। নিটওয়্যার শিল্পজাত পণ্য খাতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২,৮১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রফতানি হয়, যা পরবর্তী বছরের শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৮১৭ মিলিয়ন বা ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। অতি সম্প্রতি সার্বিকভাবে হলেও পোশাক শিল্পজাত দ্রব্য রফতানি করে আমরা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এটা এ দেশের জন্য বড় একটি আশাতীত অর্জন। আগেই বলা হয়েছে হিমায়িত খাদ্য ও মাছ রফতানির এক সময়ের আরও একটি স্বপ্ন দৈবিকভাবে বাংলাদেশে বাস্তব রূপ নিয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৪২১ মার্কিন মিলিয়ন ডলারের হিমায়িত খাদ্য রফতানি করা হয়। পরবর্তী বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে রফতানি করা হয়। পাটখাত নিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন নিরাশা ও হতাশার দোলাচলে থাকলেও এখনো গর্ব করে বলা যায় কাঁচাপাট রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পাট রফতানি হয়, যা ৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তী অর্থবছরে ১৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

ওপরে উল্লিখিত পাট খাতের উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আরও উল্লেখ করা যায় ২০০৪-০৫ অর্থবছরে পাটজাত দ্রব্যগুলো রফতানি করে বাংলাদেশ ৩,০০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, যা পরবর্তী বছরে শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের আরেকটি সম্ভাবনাময় রফতানি খাত হলো চামড়া। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চামড়ার তৈরি শিল্পজাত পণ্য রফতানি করে, যা পরবর্তী বছরে শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানসম্পন্ন শিক্ষা উন্নয়ন অর্থনীতির সূচনা করে; আবার শিক্ষার অভাবেই একটি দেশ অনুন্নত থাকে। মানসম্পন্ন শিক্ষার কারণে বিশ্বের বুকে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ উন্নয়নের একটি প্রশংসনীয় শেকড়ে পৌঁছাতে পেরেছে। ওপরের তথ্যাবলি রফতানি খাতে আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিক নির্দেশ করে। এ সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষ উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত গঠনমূলক ও উদারনীতি নির্ধারণ। পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান ঘটাতে হলে বিশ্বমানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ জন্য বেসরকারি খাতে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা খাতে দেশি বিনিয়োগকারীর অভাব থাকায় শিক্ষা খাতে সচ্ছল ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হবে এবং বিদেশি বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন বেসরকারি শিক্ষা খাতের কিছু কিছু অংশ বা উপখাতকে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দেয়া যাতে করে বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষাখাতের বিভিন্ন প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ করে বাংলাদেশে একটি ব্রেক থ্রো লেভেলের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায়।

পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হওয়ার সুদৃঢ় সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য উল্লিখিত এশিয়ান টাইগারগুলোর মতো প্রয়োজন দুর্নীতি দমন, আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির উন্নয়ন, সুষ্ঠু প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠন ও এর যথাযথ প্রয়োগ। এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি, ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, শিল্প সর্বোপরি বেসরকারি খাত ও এর সম্প্রসারণের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। এসব বিষয় নিশ্চিত করা গেলে মানসম্পন্ন উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মাধ্যমে রফতানি আয় বাড়িয়ে আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যাবে এবং আয় ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন ঘটিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন করে পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসেবে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের অবস্থান সমুন্নত করা সম্ভব হবে। সব সম্ভাবনার ইতিবাচক বাস্তবায়ন সম্ভব মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। তাই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের তথা ক্ষেত্র বিশেষে এডুকেশনকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।

> শিক্ষা খাতে দেশি বিনিয়োগকারীর অভাব থাকায় শিক্ষা খাতে সচ্ছল ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হবে এবং বিদেশি বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন বেসরকারি শিক্ষা খাতের কিছু কিছু অংশ বা উপখাতকে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দেয়া

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি